প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নম্বর	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত	পৃষ্ঠা নম্বর
১	২	৩	৪
১.	অননুমোদনযোগ্য খরচকে মোট আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ কম ধার্য।	৩৩৩,২৮,২৩,৯১৬/-	৯
২.	অনুমোদন সীমার অতিরিক্ত খরচ মোট আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ রাজস্ব ক্ষতি।	১১,০৯,৩৯,৪৩৩/-	১০
৩.	গ্যাস বিল হতে উৎসে কর কর্তন না করা সত্ত্বেও খরচ অনুমোদন করে মোট আয় কম নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ রাজস্ব ক্ষতি ।	১২,৭৫,৭৬,৯৩৬/-	১১
৪.	প্রকৃত বিক্রয় অপেক্ষা বার্ষিক প্রতিবেদনে বিক্রয় কম প্রদর্শনের ফলে মোট আয় কম প্রদর্শন করায় আয়কর বাবদ রাজস্ব ক্ষতি ।	১৯,৯৮,৮৬,৭৮৬/-	১২
৫.	নিরূপিত আয়কর অপেক্ষা ন্যূনতম কর বেশী হওয়া সত্ত্বেও প্রদান না করায় আয়কর বাবদ রাজস্ব ক্ষতি ।	১৪,২৯,০০,৮৩০/-	১৩
৬.	অননুমোদনযোগ্য বিয়োজন মোট আয়ের সাথে যোগ না করে আয়কর কম প্রদান করায় আয়কর বাবদ রাজস্ব ক্ষতি ।	১০,০৬,৯৪,৩৬৬/-	১৪
৭.	কর অব্যাহতি সময় অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও করযোগ্য আয়কে কর অব্যাহতি আয় হিসেবে বিবেচনা করে কর নির্ধারণ করায় আয়কর বাবদ রাজস্ব ক্ষতি ।	২,৫৫,৪৩,৬৪৮/-	১৫
৮.	অননুমোদন যোগ্য বিনিয়োগ ও ঋণ মোট আয়ের সাথে যোগ না করায় আয়কর বাবদ রাজস্ব ক্ষতি।	৬,০৪,৩৫,১৮১/-	১৬
৯.	ব্যক্তি শ্রেণী করদাতার ক্ষেত্রে আয়কর ও সারচার্জ এবং	১,৫৭,৮৯,৬৪৫/-	১৭

অনুচ্ছেদ নম্বর	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত	পৃষ্ঠা নম্বর
১	২	৩	৪
	কর নির্ধারণের মাধ্যমে নিরূপিত ঘাটতি করের সরল সুদ কম ধার্য করায় রাজস্ব ক্ষতি।		
১০.	ষ্টক এক্সচেঞ্জের কোন সদস্য শেয়ার লেনদেন সম্পন্ন করার প্রাক্কালে চূড়ান্ত করদায়ের বিপরীতে অতিরিক্ত প্রদর্শিত প্রাপ্তিকে আয় হিসেবে গণ্য না করে আয়কর কম ধার্য করায় রাজস্ব ক্ষতি।	১,২১,২১,২৯৯/-	১৮
১১.	হলমার্ক ফামাসিউটিক্যালস লিঃ কর্তৃক অতিরিক্ত ব্যয় দাবী করার পূর্বে মোট আয় কম নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ রাজস্ব ক্ষতি ।	১১,৭১,৭২৭/-	১৯
১২.	Unsecured Loan এর মেয়াদকাল অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও অন্যান্য উৎসের আয় হিসেবে গণ্য করে মোট আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ কম ধার্য করায় রাজস্ব ক্ষতি।	১,৩২,৬২,৫০৭/-	২০
১৩.	রপ্তানি মূল্য হতে কর্তনকৃত করের বিপরীতে কম আয়	১,০২,২৪,৮৮০/-	২১
১৪.	স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজ হতে অর্জিত মূলধনী লাভ	২২,৯৩,৫৭৩/-	২২
	সর্বমোট	**৪১৫,৫৬,৬৪,৭২৭/-**	

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষা অর্থ বৎসর ঃ ২০১২-১৩ এবং ২০১৩-১৪

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান ঃ কর কমিশনার, কর অঞ্চল সমূহ।

নিরীক্ষার প্রকৃতি ঃ নিয়মানুগ নিরীক্ষা।

নিরীক্ষার সময় ঃ জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০১৫

নিরীক্ষা পদ্ধতি ঃ

- বিশ্লেষণাত্মক (Analytical)
- আয়কর নির্ধারণী প্রক্রিয়ার অডিট (Assessment Audit)
- দৈবচয়ন প্রক্রিয়ায় নমুনায়নের মাধ্যমে নমুনা নির্ধারণ।
- বাস্তব জিজ্ঞাসার মাধ্যমে তথ্যাদি সংগ্রহ।
- উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে মতামত গ্রহণ।

অডিট রিপোর্ট প্রণয়নে সার্বিক তত্ত্বাবধান ঃ

- মহাপরিচালক, স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু ঃ

- অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা (Internal Audit) কার্যক্রমের আওতা বৃদ্ধি করা।
- পূর্ববর্তী নিরীক্ষার সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নে উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করা।

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ ঃ

- আয়কর অধ্যাদেশের ধারা 16CCC,19 ,29, 30, 33, 46, 52,53,82C এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বিভিন্ন এসআরও এবং মূসক আইন'১৯৯১ এর এর ব্যত্যয়।
- অনুমোদনযোগ্য সীমার অতিরিক্ত খরচ দাবী করা।
- প্রযোজ্য হার অপেক্ষা কম হারে করারোপ ।

অডিটের সুপারিশঃ

- আয়কর অধ্যাদেশের ধারা 16CCC,19 ,29, 30, 33, 46, 52,53,82C এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বিভিন্ন এসআরও এবং মূসক আইন'১৯৯১ এর এর ব্যত্যয় যাতে না ঘটে।
- অনুমোদনযোগ্য সীমার অতিরিক্ত ব্যয় অনুমোদন না করা।
- প্রযোজ্য হারে করারোপ করা।
- ৮২সি ধারায় কর নির্ধারণের সময় সঠিকভাবে মোট আয় নিরূপণ ।

দ্বিতীয় অধ্যায়
(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

অনুচ্ছেদ নং- ১।

শিরোনাম ঃ **অননুমোদনযোগ্য খরচকে মোট আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ৩৩৩,২৮,২৩,৯১৬/- টাকার রাজস্ব ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ,অর্থ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন আয়কর বিভাগের কর সার্কেল এর ২০১২-১৩ এবং ২০১৩-১৪ আর্থিক সনের হিসাব নিরীক্ষার সময় কর কমিশনার, উপকর কশিনার কার্যালয়ের কোম্পানীর আয়কর রিটার্নসহ করাদেশ ও কর নথি পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষায় দেখা যায়, আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৮২বিবি ধারা এবং ৮২বিবি ধারায় দাখিলকৃত রিটার্নসমূহ ৮৩(২) ধারায় কর নির্ধারণের সময় অননুমোদনযোগ্য খরচকে মোট আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় কম নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ কম ধার্য করায় ৩৩৩,২৮,২৩,৯১৬/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

[বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট**"১(এক)"** দ্রষ্টব্য।]

অনিয়মের কারণ ঃ আয়কর অধ্যাদেশ,১৯৮৪ এর সপ্তম অধ্যায়ের বিধান অনুযায়ী দাবীকৃত খরচের উপর উৎসে কর, মূল্য সংযোজন কর আইন ও বিধি-১৯৯১,অনুযায়ী উৎসে মূসক কর্তন করা হয়নি বা কম কর্তন করা হলে অধ্যাদেশের ৩০(এএ)সহ অন্যান্য ধারা অনুযায়ী সে সকল অননুমোদনযোগ্য খরচ এবং অন্যান্য উৎসের আয় মোট আয়ের সাথে যোগ করে মোট আয় নিরূপণকরতঃ আয়কর নির্ধারণ করতে হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে দাবীকৃত খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আপত্তিতে বর্ণিত টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

ফলাফলঃ রাজস্ব ক্ষতি ।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ অর্থ মন্ত্রণালয়,অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সর্বশেষ জবাবে জানান হয় যে, আয়কর অধ্যাদেশ,১৯৮৪ এর ১২০ ধারা অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ, ৯৩ ধারায় কর মামলা পুনঃউম্মোচন করা হয়েছে এবং আইনানুগভাবে আপত্তি নিষ্পত্তি করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ অর্থ মন্ত্রণালয়,অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সর্বশেষ জবাব অনুযায়ী আইনানুগভাবে আপত্তি নিষ্পত্তি করা হবে বলে জানালেও আইনানুগ কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং উক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রেক্ষিতে অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি । নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরনের জন্য সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব, বরাবর ০১/১২/২০১৪খ্রিঃ, ৩০/০৯/২০১৫খ্রিঃ এবং ২৯/১১/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারী পত্র জারী করা হলেও অদ্যাবধি আদায় সংক্রান্ত সর্বশেষ অগ্রগতি জানানো হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক কম প্রদত্ত/ কম ধার্যকৃত করের ৩৩৩,২৮,২৩,৯১৬/-টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করে নিরীক্ষা অফিসকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ২।

শিরোনাম ঃ **অনুমোদন সীমার অতিরিক্ত খরচ মোট আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ১১,০৯,৩৯,৪৩৩/- টাকার রাজস্ব ক্ষতি ।**

বিবরণ ঃ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ,অর্থ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন কর বিভাগের ১১ টি সার্কেলের আওতাধীন ১৪টি কোম্পানীর ঢাকা কার্যালয়ের ২০১২-১৩ এবং ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে আয়কর রিটার্ন, করাদেশসহ কর নথি পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষায় দেখা যায়, করদাতা কর্তৃক দাবীকৃত অনুমোদন সীমার অতিরিক্ত খরচ মোট আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ১১,০৯,৩৯,৪৩৩/- টাকার রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।
[বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট" ২(দুই)" দ্রষ্টব্য।]

অনিয়মের কারণ ঃ অনিয়মের কারণসমূহ নিম্নে প্রদান করা হলো ঃ-

- আয়কর অধ্যাদেশ,১৯৮৪ এর ধারা ৩০(এফ)(iv) এবং বিধি ৬৫সি অনুযায়ী বিনামূল্যে নমুনা খরচের নির্ধারিত সিলিং রয়েছে। এক্ষেত্রে উক্ত সিলিং অপেক্ষা অতিরিক্ত খরচ দাবী করা হয়েছে।
- আয়কর অধ্যাদেশ,১৯৮৪ এর ধারা ৩০(এফ)(i) এবং বিধি ৬৫ অনুযায়ী আপ্যায়ণ খরচের নির্ধারিত সিলিং রয়েছে। এক্ষেত্রে উক্ত সিলিং অপেক্ষা অতিরিক্ত খরচ দাবী করা হয়েছে।
- আয়কর অধ্যাদেশ,১৯৮৪ এর ৩০(জে) ধারা অনুযায়ী ইনসেনটিভ বোনাস খাতে অনুমোদনযোগ্য খরচ হবে নীট লাভের ১০%। এক্ষেত্রে তা অপেক্ষা অতিরিক্ত খরচ দাবী করা হয়েছে।
- আয়কর অধ্যাদেশ,১৯৮৪ এর ৩০(এইচ) ধারা অনুযায়ী রয়্যালটি খাতে অনুমোদনযোগ্য খরচ হবে নীট লাভের ৮%। এক্ষেত্রে তা অপেক্ষা অতিরিক্ত খরচ দাবী করা হয়েছে।
- অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (কে) অনুযায়ী বৈদেশিক ভ্রমণ খাতে (Overseas Travel) প্রদর্শিত টার্নভারের এক শতাংশের অতিরিক্ত খরচ দাবী করা হয়েছে।
- আয়কর অধ্যাদেশ,১৯৮৪ এর ১৯(২৭) ধারা অনুযায়ী একটি গাড়ী ক্রয়ের ক্ষেত্রে পরিশোধিত মূলধনের ১০% এর বেশী দাবীকৃত ব্যয়ের ৫০% অধিক খরচ দাবী করা হয়েছে।

ফলাফলঃ রাজস্ব ক্ষতি ।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ অর্থ মন্ত্রণালয়,অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সর্বশেষ জবাবে জানান হয় যে, আয়কর অধ্যাদেশ,১৯৮৪ এর ১২০ ধারা অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ, ৯৩ ধারায় কর মামলা পুনঃউম্মোচন করা হয়েছে এবং আইনানুগভাবে আপত্তি নিষ্পত্তি করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ অর্থ মন্ত্রণালয়,অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সর্বশেষ জবাব অনুযায়ী আইনানুগভাবে আপত্তি নিষ্পত্তি করা হবে বলে জানালেও আইনানুগ কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং উক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রেক্ষিতে অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি। নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের জন্য সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব, বরাবর ০১/১২/২০১৪খ্রিঃ, ৩০/০৯/২০১৫খ্রিঃ এবং ২৯/১১/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারী পত্র জারী করা হলেও অদ্যাবধি আদায় সংক্রান্ত সর্বশেষ অগ্রগতি জানানো হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক কম প্রদত্ত করের ১১,০৯,৩৯,৪৩৩/-টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করে নিরীক্ষা অফিসকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ৩।

শিরোনাম ঃ গ্যাস বিল হতে উৎসে কর কর্তন না করা সত্ত্বেও খরচ অনুমোদন করে মোট আয় কম নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ **১২,৭৫,৭৬,৯৩৬/-** টাকা রাজস্ব ক্ষতি ।

বিবরণ ঃ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ,অর্থ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন কর বিভাগের ৮ টি সার্কেলের আওতাধীন ৯ টি কোম্পানীর, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১২-১৩ এবং ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে আয়কর নথিসহ করাদেশ পরীক্ষায় দেখা যায় যে, গ্যাস বিল হতে উৎসে কর কর্তন না করা সত্ত্বেও খরচ অনুমোদন করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ১২,৭৫,৭৬,৯৩৬/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে । [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট" ৩ (তিন)" দ্রষ্টব্য।]

অনিয়মের কারণ ঃ গ্যাস বিল বাবদ দাবীকৃত খরচের টাকা পরিশোধের সময় আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ৫২ / বিধি-১৬ অনুযায়ী উৎসে কর কর্তন করা হয়নি। আয়কর অধ্যাদেশের ধারা ৩০(এএ) অনুযায়ী উৎসে কর কর্তন না করা হলে উক্ত খরচ অনুমোদন যোগ্য হয় না এবং মোট আয়ের সাথে যোগ করতে হয়। কিন্তু এই ক্ষেত্রে বর্ণিত কোম্পানিসমূহের উক্ত খরচ অননুমোদনযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও মোট আয়ের সাথে যোগ না করায় রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

ফলাফলঃ রাজস্ব ক্ষতি ।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ অর্থ মন্ত্রণালয়,অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সর্বশেষ জবাবে জানান হয় যে, আয়কর অধ্যাদেশ,১৯৮৪ এর ১২০ ধারা অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ, ৯৩ ধারায় কর মামলা পুনঃউন্মোচন করা হয়েছে এবং আইনানুগভাবে আপত্তি নিষ্পত্তি করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ অর্থ মন্ত্রণালয়,অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সর্বশেষ জবাব অনুযায়ী আইনানুগভাবে আপত্তি নিষ্পত্তি করা হবে বলে জানালেও আইনানুগ কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং উক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রেক্ষিতে অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি। নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের জন্য সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব, বরাবর ০১/১২/২০১৪খ্রিঃ, ৩০/০৯/২০১৫খ্রিঃ এবং ২৯/১১/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারী পত্র জারী করা হলেও অদ্যাবধি আদায় সংক্রান্ত সর্বশেষ অগ্রগতি জানানো হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত ১২,৭৫,৭৬,৯৩৬/- টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষা অফিসকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ৪।

শিরোনাম ঃ **প্রকৃত বিক্রয় অপেক্ষা বার্ষিক প্রতিবেদনে বিক্রয় কম প্রদর্শনের ফলে মোট আয় কম প্রদর্শন করে আয়কর বাবদ ১৯,৯৮,৮৬,৭৮৬/- টাকার রাজস্ব ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ,অর্থ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন কর বিভাগের ৪(চার) টি সার্কেলের আওতাধীন ৪(চার)টি কোম্পানীর ঢাকা কার্যালয়ের ২০১২-১৩ এবং ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের নিরীক্ষাকালে কর নথি, বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রকৃত বিক্রয় অপেক্ষা বার্ষিক প্রতিবেদনে বিক্রয় কম প্রদর্শনের ফলে মোট আয় কম প্রদর্শন করে আয়কর বাবদ ১৯,৯৮,৮৬,৭৮৬/- টাকার রাজস্ব ক্ষতি। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট " **৪(চার)**" দ্রষ্টব্য।]

অনিয়মের কারণ ঃ করদাতা কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত বার্ষিক প্রতিবেদনে বিক্রয় কম প্রদর্শন করে নীট লাভ কম দেখানো হয়েছে । মূল্য সংযোজন কর আইন ও বিধি'১৯৯১ এর মূসক-১৯ (ভ্যাট রিটার্ন) অনুযায়ী মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়ে দাখিলকৃত ভ্যাট রিটার্নে যে পরিমাণ বিক্রয় প্রদর্শন করেছে তা অপেক্ষা বার্ষিক প্রতিবেদনে বিক্রয় কম প্রদর্শন করা হয়েছে যা আয়কর অধ্যাদেশ,১৯৮৪ এর ৩৩(ই) ধারা অনুযায়ী অন্যান্য উৎসের আয় হিসেবে গন্য করে মোট আয়ের সাথে যোগ করতে হবে।

ফলাফলঃ আয়কর কম প্রদান।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ অর্থ মন্ত্রণালয়,অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সর্বশেষ জবাবে জানান হয় যে, আয়কর অধ্যাদেশ,১৯৮৪ এর ১২০ ধারা অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে ।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ অর্থ মন্ত্রণালয়,অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সর্বশেষ জবাব অনুযায়ী আইনানুগভাবে আপত্তি নিষ্পত্তি করা হবে বলে জানালেও আইনানুগ কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং উক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রেক্ষিতে অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি। নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের জন্য সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব, বরাবর ০১/১২/২০১৪খ্রিঃ, ৩০/০৯/২০১৫খ্রিঃ এবং ২৯/১১/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারী পত্র জারী করা হলেও অদ্যাবধি আদায় সংক্রান্ত সর্বশেষ অগ্রগতি জানানো হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আয়কর বাবদ কম প্রদানকৃত ১৯,৯৮,৮৬,৭৮৬/- টাকা আদায় করে প্রমাণক নিরীক্ষা অফিসে প্রেরণ আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ৫।

শিরোনাম ঃ **নিরূপিত আয়কর অপেক্ষা ন্যূনতম কর বেশী হওয়া সত্ত্বেও তা প্রদান না করায় আয়কর বাবদ ১৪,২৯,০০,৮৩০/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ,অর্থ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন কর বিভাগের ৮টি সার্কেলের আওতাধীন ৯টি কোম্পানীর, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১২-১৩এবং ২০১৩-১৪ নিরীক্ষাকালে এজিএগ্রো ইন্ডাঃ লিঃ এর ২০১২-১৩ আর্থিক সনের কর নথি, বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রদর্শিত মোট আয়ের উপর নিরূপিত আয়কর অপেক্ষা ন্যূনতম কর বেশী হওয়া সত্ত্বেও তা প্রদান না করায় আয়কর বাবদ ১৪,২৯,০০,৮৩০/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি ।

[বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট " **৫(পাচঁ)**" দ্রষ্টব্য।]

অনিয়মের কারণ ঃ আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ১৬সিসিসি অনুযায়ী ন্যূনতম প্রদানযোগ্য আয়কর এবং নিরূপিত/ধার্যযোগ্য আয়কর অপেক্ষা যদি বেশী হয় , সেক্ষেত্রে ন্যূনতম কর নিরূপণযোগ্য। করদাতা কর্তৃক নিরূপণকৃত আয়কর অপেক্ষা ন্যূনতম কর বেশী হওয়া সত্ত্বেও তা প্রদান করা হয়নি।

ফলাফলঃ রাজস্ব ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সর্বশেষ জবাবে জানান হয় যে, আয়কর অধ্যাদেশ,১৯৮৪ এর ১২০ ধারা অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ, ৯৩ ধারায় কর মামলা পুনঃউম্মোচন করা হয়েছে এবং আইনানুগভাবে আপত্তি নিষ্পত্তি করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ অর্থ মন্ত্রণালয়,অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সর্বশেষ জবাব অনুযায়ী আইনানুগভাবে আপত্তি নিষ্পত্তি করা হবে বলে জানালেও আইনানুগ কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং উক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রেক্ষিতে অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি। নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের জন্য সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব, বরাবর ০১/১২/২০১৪খ্রিঃ, ৩০/০৯/২০১৫খ্রিঃ এবং ২৯/১১/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারী পত্র জারী করা হলেও অদ্যাবধি আদায় সংক্রান্ত সর্বশেষ অগ্রগতি জানানো হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ অডিট আপত্তিতে জড়িত ১৪,২৯,০০,৮৩০/-টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করে প্রমাণক নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ৬।

শিরোনামঃ অননুমোদনযোগ্য বিয়োজন মোট আয়ের সাথে যোগ না করে আয়কর বাবদ কম প্রদান করায় ১০,০৬,৯৪,৩৬৬/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি ।

বিবরণ ঃ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ,অর্থ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন কর বিভাগের ৪ টি সার্কেলের আওতাধীন ৭ টি কোম্পানীর, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১২-১৩ এবং ২০১৩-১৪ আর্থিক সনের নিরীক্ষায় আয়কর নথিসহ করাদেশ পরীক্ষায় দেখা যায় যে, অননুমোদনযোগ্য বিয়োজন মোট আয়ের সাথে যোগ না করে আয়কর বাবদ কম প্রদান করায় ১০,০৬,৯৪,৩৬৬/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি ।

[বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট" ৬ (ছয়)" দ্রষ্টব্য।]

অনিয়মের কারণ ঃ করদাতা কর্তৃক বার্ষিক প্রতিবেদনে মোট বিক্রয় হতে ভ্যাট বাদ দিয়ে বিক্রয় প্রদর্শন করা হয়েছে। মূল্য সংযোজন কর আইন ও বিধি' ১৯৯১ অনুযায়ী বিক্রয় পর্যায়ে বিক্রয় রেজিষ্টারে (মূসক-১৭) শুধুমাত্র নীট বিক্রয় এন্ট্রি করা হয় । মূল্যের সাথে ভ্যাট যুক্ত থাকে না। তাছাড়া বিক্রয় থেকে প্রদেয় ভ্যাট বাদ দেওয়ার বিষয়টি প্রমাণক হিসাবে মূসক-১৯ (ভ্যাট রিটার্ন) দ্বারা সমর্থিত নয়। তাই ভ্যাট বাদ দিয়ে বিক্রয় কমানোর কারণে নীট লাভ কম দেখানো হয়েছে। কাজেই আয়কর অধ্যাদেশ,১৯৮৪ এর ২৯ ধারা অনুযায়ী উক্ত বিয়োজন অনুমোদনযোগ্য নয় বিধায় মোট আয়ের সাথে যোগ করে আয়কর নিরূপণযোগ্য।

ফলাফলঃ রাজস্ব ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ অর্থ মন্ত্রণালয়,অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সর্বশেষ জবাবে জানান হয় যে, আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ১২০ ধারা অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ, ৯৩ ধারায় কর মামলা পুনঃউম্মোচন করা হয়েছে এবং আইনানুগভাবে আপত্তি নিষ্পত্তি করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ অর্থ মন্ত্রণালয়,অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সর্বশেষ জবাব অনুযায়ী আইনানুগভাবে আপত্তি নিষ্পত্তি করা হবে বলে জানালেও আইনানুগ কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং উক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রেক্ষিতে অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি। নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের জন্য সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব, বরাবর ০১/১২/২০১৪খ্রিঃ, ৩০/০৯/২০১৫খ্রিঃ এবং ২৯/১১/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারী পত্র জারী করা হলেও অদ্যাবধি আদায় সংক্রান্ত সর্বশেষ অগ্রগতি জানানো হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আয়কর বাবদ কম ধার্যকৃত ১০,০৬,৯৪,৩৬৬/- টাকা আদায় করে প্রমাণক প্রেরণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ৭।

শিরোনাম ঃ **কর অব্যাহতি সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরও করযোগ্য আয়কে কর অব্যাহতি আয় হিসেবে বিবেচনা করে কর নির্ধারণ করায় আয়কর বাবদ ২,৫৫,৪৩,৬৪৮/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ,অর্থ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন কর বিভাগের ২টি সার্কেলের আওতাধীন ২টি কোম্পানীর, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১২-১৩ এবং ২০১৩-১৪ অর্থ বৎসরের আয়কর নির্ধারণী প্রক্রিয়ায় নিরীক্ষায় ২০১৩-২০১৪ কর বর্ষের আয়কর নথি পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, সম্পূর্ণ আয়কেই কর অব্যাহতি দেখানো হয়েছে। ফলে কর যোগ্য আয়কে কর অব্যাহতি আয় হিসাবে দেখানোর কারণে আয়কর বাবদ ২,৫৫,৪৩,৬৪৮/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি ।

[বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট" **৭(সাত)**" দ্রষ্টব্য।]

অনিয়মের কারণ ঃ আয়কর অধ্যাদেশের ধারা ৪৬ বি(১)(i) এর বিধান পরিপালন করা হয়নি।

ফলাফলঃ রাজস্ব ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ অর্থ মন্ত্রণালয়,অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সর্বশেষ জবাবে জানান হয় যে, আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ১২০ ধারা অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ অর্থ মন্ত্রণালয়,অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সর্বশেষ জবাব অনুযায়ী আইনানুগভাবে আপত্তি নিষ্পত্তি করা হবে বলে জানালেও আইনানুগ কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং উক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রেক্ষিতে অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি। নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের জন্য সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব, বরাবর ০১/১২/২০১৪খ্রিঃ, ৩০/০৯/২০১৫খ্রিঃ এবং ২৯/১১/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারী পত্র জারী করা হলেও অদ্যাবধি আদায় সংক্রান্ত সর্বশেষ অগ্রগতি জানানো হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আপত্তিতে জড়িত ২,৫৫,৪৩,৬৪৮/- টাকা আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতঃ আদায় করে অডিট অফিসকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং-৮ ।

শিরোনাম ঃ **অননুমোদনযোগ্য বিনিয়োগ ও ঋণ মোট আয়ের সাথে যোগ না করায় আয়কর বাবদ ৬,০৪,৩৫,১৮১/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি ।**

বিবরণ ঃ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ,অর্থ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন কর বিভাগের ৩টি সার্কেলের আওতাধীন ৩ টি কোম্পানীর ঢাকা কার্যালয়ের ২০১২-১৩ এবং ২০১৩-১৪ অর্থ বৎসরের আয়কর অডিটে কর নথি, বার্ষিক হিসাব বিবরণী পরীক্ষায় দেখা যায় যে, অননুমোদিত বিনিয়োগ ও ঋণ করদাতার হাতে আয় হিসাবে গণ্য না করায় আয়কর বাবদ ৬,০৪,৩৫,১৮১/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি ।

[বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট“ **৮(আট)**” দ্রষ্টব্য ।]

অনিয়মের কারণ ঃ করদাতা কোম্পানী কর্তৃক বার্ষিক হিসাব বিবরণীতে শেয়ার ডিপোজিট এবং ঋণ গ্রহণ দেখানো হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ,১৯৮৪ এর ধারা ১৯(২৪),(২৬)অনুযায়ী উক্ত রূপ বিনিয়োগ এবং ঋণের টাকা ব্যাংকিং চ্যানেলে হস্তান্তর করতে হবে। কিন্তু উক্ত বিনিয়োগ ও ঋণের টাকা ব্যাংকিং চ্যানেলে হয়েছে মর্মে কোন প্রমাণপত্র নথিদৃষ্টে পাওয়া যায়নি। ফলে উক্ত ধারার বিধান মতে উল্লেখিত বিনিয়োগ এবং ঋণ গ্রহণ করদাতার হাতে আয় হিসাবে গণ্য করে আয়কর নির্ধারণ যোগ্য।

ফলাফলঃ রাজস্ব ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ অর্থ মন্ত্রণালয়,অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সর্বশেষ জবাবে জানান হয় যে, আয়কর অধ্যাদেশ,১৯৮৪ এর ১২০ ধারা অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ, ৯৩ ধারায় কর মামলা পুনঃউম্মোচন করা হয়েছে এবং আইনানুগভাবে আপত্তি নিষ্পত্তি করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ অর্থ মন্ত্রণালয়,অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সর্বশেষ জবাব অনুযায়ী আইনানুগভাবে আপত্তি নিষ্পত্তি করা হবে বলে জানালেও আইনানুগ কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং উক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রেক্ষিতে অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি। নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের জন্য সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব, বরাবর ০১/১২/২০১৪খ্রিঃ, ৩০/০৯/২০১৫খ্রিঃ এবং ২৯/১১/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারী পত্র জারী করা হলেও অদ্যাবধি আদায় সংক্রান্ত সর্বশেষ অগ্রগতি জানানো হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আপত্তিতে জড়িত ৬,০৪,৩৫,১৮১/- টাকা আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতঃ আদায় করে অডিট অফিসকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং-৯।

শিরোনাম ঃ **ব্যক্তি শ্রেণী করদাতার ক্ষেত্রে আয়কর ও সারচার্জ এবং কর নির্ধারণের মাধ্যমে নিরূপিত ঘাটতি করের সরল সুদ কম ধার্য করায় ১,৫৭,৮৯,৬৪৫/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ,অর্থ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন কর বিভাগের ৯ টি সার্কেলের আওতাধীন ১১ টি করদাতা এবং কোম্পানীর, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১২-১৩ এবং ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের নিরীক্ষাকালে কর নথি, ও বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, কর নির্ধারণের মাধমে নিরূপিত ঘাটতি করের সরল সুদ ,সারচার্জ ও আয়কর বাবদ কম ধার্য করায় ১,৫৭,৮৯,৬৪৫/-টাকা রাজস্ব ক্ষতি।

[বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট“ ৯ (নয়)” দ্রষ্টব্য।]

অনিয়মের কারণ ঃ অর্থ আইন'২০১১, ব্যক্তি শ্রেণী করদাতার ক্ষেত্রে নীট সম্পদ ২ কোটির উর্ধ্বে হলে কেবল প্রদেয় করের উপর সারচার্জ প্রদান করতে হয় এবং আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৭৩ ধারা অনুযায়ী অগ্রিম কর প্রদানে ঘাটতি থাকলে উৎসে কর কর্তনসহ অগ্রিম প্রদেয় করের সমষ্টি নিয়মিত কর নির্ধারণের মাধ্যমে নিরূপিত করের শতকরা পঁচাত্তর ভাগ এর কম হয়, সেক্ষেত্রে প্রদেয় অবশিষ্ট করের অতিরিক্ত পরিশোধিত পরিমাণ কর এবং নিরূপিত করের শতকরা পঁচাত্তর ভাগ এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্যের উপর ১০% হারে করদাতা কর্তৃক সরল সুদ প্রদান করতে হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে উক্ত বিধান অনুযায়ী সারচার্জ,সরল সুদ ও আয়কর কম ধার্য করা হয়েছে।

ফলাফলঃ রাজস্ব ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ অর্থ মন্ত্রণালয়,অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সর্বশেষ জবাবে জানান হয় যে, আয়কর অধ্যাদেশ,১৯৮৪ এর ১২০ ধারা অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ, ৯৩ ধারায় কর মামলা পুনঃউম্মোচন করা হয়েছে এবং আইনানুগভাবে আপত্তি নিষ্পত্তি করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ অর্থ মন্ত্রণালয়,অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সর্বশেষ জবাব অনুযায়ী আইনানুগভাবে আপত্তি নিষ্পত্তি করা হবে বলে জানালেও আইনানুগ কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং উক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রেক্ষিতে অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি। নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের জন্য সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব, বরাবর ০১/১২/২০১৪খ্রিঃ, ৩০/০৯/২০১৫খ্রিঃ এবং ২৯/১১/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারী পত্র জারী করা হলেও অদ্যাবধি আদায় সংক্রান্ত সর্বশেষ অগ্রগতি জানানো হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ বিধান অনুযায়ী সরল সুদ, সারচার্জ ও আয়কর বাবদ কম ধার্যকৃত ১,৫৭,৮৯,৬৪৫/- টাকা আদায় করে প্রমাণক নিরীক্ষা অফিসে প্রেরণ আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-১০।

শিরোনাম ঃ **ষ্টক এক্সচেঞ্জের শেয়ার লেনদেন সম্পন্ন করার প্রাক্কালে চূড়ান্ত করদায়ের বিপরীতে অতিরিক্ত প্রদর্শিত প্রাপ্তিকে আয় হিসেবে গণ্য না করে আয়কর কম ধার্য করায় ১,২১,২১,২৯৯/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ,অর্থ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন কর বিভাগের ৩ টি সার্কেলের আওতাধীন ৩ টি কোম্পানীর, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১২-১৩ এবং ২০১৩-১৪ আর্থিক বৎসরের নিরীক্ষাকালে আয়কর নথি পরীক্ষায় দেখা যায় যে, চূড়ান্ত করদায়ের বিপরীতে অতিরিক্ত প্রদর্শিত প্রাপ্তিকে আয় হিসেবে গণ্য না করে আয়কর বাবদ কম ধার্য করায় ১,২১,২১,২৯৯/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি ।

[বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট" ১০(দশ)" দ্রষ্টব্য।]

অনিয়মের কারণ ঃ করদাতা কোম্পানী কর্তৃক শেয়ার লেনদেন ব্যবসার বিপরীতে ৮২সি ধারায় আয় প্রদর্শন করেছে। শেয়ার লেনদেনের বিপরীতে যে উৎসে কর কর্তন করা হয় উক্ত কর্তনকৃত উৎসে করকে চূড়ান্ত করদায় হিসাবে গণ্য করতঃ আয় নিরূপণ করা হয়ে থাকে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৫৩বিবিবি ধারা অনুযায়ী ১লা জুলাই/২০১১ হতে ষ্টক এক্সচেঞ্জের কোন সদস্য শেয়ার লেনদেন সম্পন্ন করার প্রাক্কালে পরিশোধকৃত অর্থের উপর ০.১০% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। আলোচ্য ক্ষেত্রে কম কর্তনকৃত উৎসে করকে আনুপাতিক হারে মোট আয়ের সাথে যোগ করে আয়কর ধার্য করা হয়নি।

ফলাফলঃ আয়কর কম প্রদান।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ অর্থ মন্ত্রণালয়,অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সর্বশেষ জবাবে জানান হয় যে, আয়কর অধ্যাদেশ,১৯৮৪ এর ১২০ ধারা অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ, ৯৩ ধারায় কর মামলা পুনঃউম্মোচন করা হয়েছে এবং আইনানুগভাবে আপত্তি নিষ্পত্তি করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ অর্থ মন্ত্রণালয়,অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সর্বশেষ জবাব অনুযায়ী আইনানুগভাবে আপত্তি নিষ্পত্তি করা হবে বলে জানালেও আইনানুগ কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং উক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রেক্ষিতে অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি। নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের জন্য সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব, বরাবর ০১/১২/২০১৪খ্রিঃ, ৩০/০৯/২০১৫খ্রিঃ এবং ২৯/১১/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারী পত্র জারী করা হলেও অদ্যাবধি আদায় সংক্রান্ত সর্বশেষ অগ্রগতি জানানো হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আপত্তিতে জড়িত ১,২১,২১,২৯৯/- টাকা আদায় করে অডিট অফিসকে প্রমাণকসহ জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং- ১১।

শিরোনাম ঃ **হলমার্ক ফামাসিউটিক্যালস লিঃ কর্তৃক অতিরিক্ত ব্যয় দাবী করার পূর্বে মোট আয় কম নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ১১,৭১,৭২৭/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি ।**

বিবরণ ঃ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ,অর্থ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন সার্কেল-১৬১ (কোম্পানীজ) ,কর অঞ্চল-৮, ঢাকা এর ২০১২-১৩এবং ২০১৩-১৪ আর্থিক সনের নিরীক্ষাকালে হলমার্ক ফামাসিউটিক্যালস লিঃ এর আয়কর নথি, বার্ষিক রিপোর্ট পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বার্ষিক রিপোর্টে অতিরিক্ত ক্রয় প্রদর্শন করে নীট লাভ কম দেখানো হয়েছে ফলে মোট আয় কম নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ কম প্রদান ১১,৭১,৭২৭/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।

[বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট“ ১১(এগার)” দ্রষ্টব্য।]

অনিয়মের কারণ ঃ করদাতার বার্ষিক রিপোর্টের লাভ ক্ষতির হিসাবে সংযুক্ত রেকর্ডপত্র পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষান্তে দেখা যায় উপকরণ আমদানীর ক্ষেত্রে উপকরণ ক্রয় মূল্য ১,২৮,৮২,৯৫৫/৯১ টাকা। কিন্তু মূসক-১৯ (দাখিলপত্রের ৭ ও ৮ কলামে উপকরণ আমদানী/ক্রয় মূল্য ৯৭,৫৮,৩৫০/৫৮ টাকা। ফলে (১,২৮,৮২,৯৫৫/৩১-৯৭,৫৮,৩৫০/৫৮)= ৩১,২৪,৬০৫/৩৩ টাকা অতিরিক্ত খরচ দেখানো হয়েছে। যার ফলে নীট লাভ কম হয়েছে বিধায় উক্ত টাকা আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩৩(ই) অনুযায়ী অন্যান্য উৎসের আয় হিসাবে মোট আয়ের সাথে যোগকরণযোগ্য।

ফলাফলঃ রাজস্ব ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সর্বশেষ জবাবে জানান হয় যে, আয়কর অধ্যাদেশ,১৯৮৪ এর ১২০ ধারা অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ, ৯৩ ধারায় কর মামলা পুনঃউম্মোচন করা হয়েছে এবং আইনানুগভাবে আপত্তি নিষ্পত্তি করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ অর্থ মন্ত্রণালয়,অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সর্বশেষ জবাব অনুযায়ী আইনানুগভাবে আপত্তি নিষ্পত্তি করা হবে বলে জানালেও আইনানুগ কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং উক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রেক্ষিতে অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি। নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের জন্য সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব, বরাবর ০১/১২/২০১৪খ্রিঃ, ৩০/০৯/২০১৫খ্রিঃ এবং ২৯/১১/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারী পত্র জারী করা হলেও অদ্যাবধি আদায় সংক্রান্ত সর্বশেষ অগ্রগতি জানানো হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আপত্তিতে জড়িত ১১,৭১,৭২৭/- টাকা আদায় করে প্রমাণকসহ অডিট অফিসকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং- ১২।

শিরোনাম ঃ **Unsecured Loan এর মেয়াদকাল অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও অন্যান্য আয় উৎসের আয় হিসেবে গণ্য করে মোট আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ কম ধার্য করায় ১,৩২,৬২,৫০৭/-টাকা রাজস্ব ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ,অর্থ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন কর বিভাগের ০২টি সার্কেলের আওতাধীন ০৪টি কোম্পানীর, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১২-১৩এবং ২০১৩-১৪ আর্থিক সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে নেটওয়ার্ক হার্ডওয়ার সলুসন লিঃ এর ২০১২-২০১৩ সনের কর নথি, বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, Unsecured Loan এর মেয়াদকাল অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও অন্যান্য আয় উৎসের আয় হিসেবে গণ্য করে মোট আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় কম নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ কম ধার্য করায় ১,৩২,৬২,৫০৭/-টাকা রাজস্ব ক্ষতি।

[বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট **" ১২(বার)"** দ্রষ্টব্য।]

অনিয়মের কারণ ঃ আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ১৯(২১) ধারা অনুযায়ী Unsecured Loan গ্রহণের তিন বৎসরের মধ্যে যদি তা সম্পূর্ণভাবে পরিশোধ করা না হয়, সেক্ষেত্রে বর্ণিত তিন বৎসরের পূর্ণ মেয়াদ পূর্তির অব্যবহিত পরবর্তী আয়ের বৎসরে ঐ ঋণ বা যে পরিমাণ প্রাপ্তি পরিশোধ করা হয়নি সে পরিমাণ অর্থ সংশ্লিষ্ট করদাতার ঐ আয় বৎসরের অন্যান্য উৎস হতে আয় (Non Operating Income) হিসেবে গণ্য করে করারোপযোগ্য। কিন্তু এক্ষেত্রে তা না করায় আয়কর বাবদ আপত্তিতে বর্ণিত টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

ফলাফলঃ রাজস্ব ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ অর্থ মন্ত্রণালয়,অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সর্বশেষ জবাবে জানান হয় যে, আয়কর অধ্যাদেশ,১৯৮৪ এর ১২০ ধারা অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ, ৯৩ ধারায় কর মামলা পুনঃউম্মোচন করা হয়েছে এবং আইনানুগভাবে আপত্তি নিষ্পত্তি করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ অর্থ মন্ত্রণালয়,অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সর্বশেষ জবাব অনুযায়ী আইনানুগভাবে আপত্তি নিষ্পত্তি করা হবে বলে জানালেও আইনানুগ কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং উক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রেক্ষিতে অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি। নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের জন্য সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব, বরাবর ০১/১২/২০১৪খ্রিঃ, ৩০/০৯/২০১৫খ্রিঃ এবং ২৯/১১/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারী পত্র জারী করা হলেও অদ্যাবধি আদায় সংক্রান্ত সর্বশেষ অগ্রগতি জানানো হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ অডিট আপত্তিতে জড়িত ১,৩২,৬২,৫০৭/- টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-১৩ ।

শিরোনাম ঃ রপ্তানি মূল্য হতে কর্তনকৃত করের বিপরীতে কম আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ১,০২,২৪,৮৮০/-টাকা কম ধার্য করায় রাজস্ব ক্ষতি ।

বিবরণ ঃ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ,অর্থ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন কর বিভাগের ৫টি সার্কেলের আওতাধীন ৮টি কোম্পানীর, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১২-১৩ এবং ২০১৩-১৪ আর্থিক বৎসরের হিসাব নিরীক্ষাকালে কর নথি, বার্ষিক হিসাব বিবরণী পরীক্ষায় দেখা যায় যে, প্রতিষ্ঠানসমূহ নীটওয়ার এবং Woven গার্মেন্টস রপ্তানি ব্যবসায় নিয়োজিত। উক্ত রপ্তানি মূল্যের বিপরীতে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৫৩বিবি ধারায় উৎসে কর্তনযোগ্য করের বিপরীতে ৮২সি ধারায় মোট আয় কম নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ১,০২,২৪,৮৮০/- টাকা কম ধার্য করায় রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

[বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট " ১৩ (তের)" দ্রষ্টব্য ।]

অনিয়মের কারণ ঃ আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ৫৩বিবি ধারা অনুযায়ী নীটওয়ার এবং ওভেন (Woven) গার্মেন্টস রপ্তানির বিপরীতে রপ্তানী মূল্যের উপর যে হারে উৎসে কর কর্তন প্রযোজ্য উক্ত হার অপেক্ষা কম উৎসে কর কর্তন করা হলে ৮২সি ধারা মোতাবেক চূড়ান্ত করদায় বিবেচনাপূর্বক মোট আয়ের সাথে যোগ করার বিধান রয়েছে এবং এসআরও নং ২০৫- আইন/আয়কর/২০০৫ তাং ০৬/৭/২০০৫ এর ২নং ক্রমিক অনুযায়ী উল্লিখিত কোম্পানীসমূহের রপ্তানি আয়ের বিপরীতে ৫৩বিবি ধারায় কম উৎসে কর্তিত কর এর বিপরীতে ধারণাগত আয়করের হার ১০% বিবেচনাপূর্বক আয় নিরূপণ করতে হবে মর্মে নির্দেশ রয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে তা না করায় আয়কর বাবদ আপত্তিতে বর্ণিত টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

ফলাফলঃ রাজস্ব ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ অর্থ মন্ত্রণালয়,অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সর্বশেষ জবাবে জানান হয় যে, আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ১২০ ধারা অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ, ৯৩ ধারায় কর মামলা পুনঃউম্মোচন করা হয়েছে এবং আইনানুগভাবে আপত্তি নিষ্পত্তি করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ অর্থ মন্ত্রণালয়,অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সর্বশেষ জবাব অনুযায়ী আইনানুগভাবে আপত্তি নিষ্পত্তি করা হবে বলে জানালেও আইনানুগ কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং উক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রেক্ষিতে অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি। নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের জন্য সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব, বরাবর ০১/১২/২০১৪খ্রিঃ, ৩০/০৯/২০১৫খ্রিঃ এবং ২৯/১১/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারী পত্র জারী করা হলেও অদ্যাবধি আদায় সংক্রান্ত সর্বশেষ অগ্রগতি জানানো হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত ১,০২,২৪,৮৮০/-টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষা অফিসকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-১৪ ।

শিরোনাম ঃ **স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজ হতে অর্জিত মূলধনী লাভ,কমিশন ও সুদ বাবদ প্রাপ্ত মোট আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করে আয়কর বাবদ ২২,৯৩,৫৭৩/- টাকা কম ধার্য করায় রাজস্ব ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ,অর্থ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন সার্কেল-৩ (কোম্পানীজ) ,কর অঞ্চল-১, ঢাকা এর সার্কেলের ২০১২-১৩ আর্থিক সনের হিসাব নিরীক্ষা কালে আদর্শ সমবায় ব্যাংক লিঃ ঢাকা এর কর নথি, বার্ষিক রিপোর্ট পরীক্ষায় দেখা যায় যে, স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজ লেনদেন হতে উদ্ভুত আয়ের উপর অর্জিত মূলধনী লাভ,কমিশন ও সুদ বাবদ প্রাপ্ত মোট আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করে আয়কর বাবদ ২২,৯৩,৫৭৩/-টাকা কম ধার্য করায় রাজস্ব ক্ষতি।

[বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট" ১৪ (চৌদ্দ)" দ্রষ্টব্য।]

অনিয়মের কারণ ঃ অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের ০১/০৭/২০১০ খ্রিঃ তারিখের এসআরও নং ২৬৯-আইন/আয়কর/২০১০ এর নির্দেশ অনুযায়ী স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত সরকারি সিকিউরিটিজ ব্যতিত অন্য কোন সিকিউরিটিজ লেনদেন হতে উদ্ভুত আয়ের উপর অর্জিত মূলধনী লাভের উপর ১০% হারে করারোপ করার বিধান করা হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে মোট আয় নিরূপণের সময় উক্ত আয়কে মোট আয়ের সাথে যোগ করা হয়নি এবং কমিশন ও সুদ বাবদ প্রাপ্ত মোট আয় নিরূপণের সময় মোট আয়ের সাথে যোগ না করার ফলে আপত্তিতে বর্ণিত টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

ফলাফলঃ আয়কর কম ধার্য।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ অর্থ মন্ত্রণালয়,অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সর্বশেষ জবাবে জানান হয় যে, আয়কর অধ্যাদেশ,১৯৮৪ এর ১২০ ধারা অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এবং আইনানুগভাবে আপত্তি নিস্পত্তি করা হবে।।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ অর্থ মন্ত্রণালয়,অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সর্বশেষ জবাব অনুযায়ী আইনানুগভাবে আপত্তি নিস্পত্তি করা হবে বলে জানালেও আইনানুগ কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং উক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রেক্ষিতে অদ্যাবধি কোন নিস্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি। নিস্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের জন্য সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব, বরাবর ০১/১২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারী পত্র জারী করা হলেও অদ্যাবধি আদায় সংক্রান্ত সর্বশেষ অগ্রগতি জানানো হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত ২২,৯৩,৫৭৩/-টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষা অফিসকে অবহিত করা আবশ্যক।

(আবুল কালাম আজাদ)
মহাপরিচালক
স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর

বার্ষিক অডিট রিপোর্ট

রিপোর্টের সন ঃ ২০১৪ - ২০১৫

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ,অর্থ মন্ত্রণালয় ।

[অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ,অর্থ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন
আয়কর বিভাগের ২০১২-২০১৪ অর্থ বছরের হিসাব সম্পর্কিত]

স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ -১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর

বার্ষিক অডিট রিপোর্ট

রিপোর্টের সন ঃ ২০১৪ - ২০১৫

প্রথম খণ্ড

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ,অর্থ মন্ত্রণালয়

অর্থ বছর ঃ ২০১২-২০১৪

স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

সূচীপত্র

ক্রমিকনং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১	মুখবন্ধ	
২	প্রথম অধ্যায়	১
৩	অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ	৩
	অডিট বিষয়ক তথ্য	৪
	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	৫
	অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ	৫
	অডিটেরসু পারিশ	৫
৪	দ্বিতীয় অধ্যায় (অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)	৭-২২
৫	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	২২
৬	অনুচ্ছেদভিত্তিক পরিশিষ্ট	দ্বিতীয় খণ্ড

মুখবন্ধ

১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১২৮(১) অনুযায়ী বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবসমূহ এবং সকল আদালত, সরকারি কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীর হিসাব নিরীক্ষা করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

২। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ এর নিয়ন্ত্রণাধীন আয়কর বিভাগের ২০১২-২০১৩ এবং ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের আর্থিক কার্যক্রমের ওপর স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে নিরীক্ষাপূর্বক এ প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারি সম্পদ ও অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে চিহ্নিত গুরুত্বপূর্ণ অনিয়মসমূহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনের নজরে আনয়ন করাই এ নিরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য।

৩। নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, সরকারি অর্থ আদায়ে প্রচলিত বিধি-বিধান পরিপালন, একই ধরনের অনিয়মের পূনরাবৃত্তি না ঘটানো ও পূর্ববর্তী নিরীক্ষার সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন না করা বিষয়ে কর্তৃপক্ষের মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয়তা এ প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়েছে।

৪। এ প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত ১৪ টি অনুচ্ছেদে বর্ণিত অনিয়মসমূহ অফিস প্রধানসহ সংশ্লিষ্ট বিভাগের মূখ্য হিসাবদানকারী কর্মকর্তা বরাবর উপস্থাপন করা হয়েছে এবং প্রাপ্তি সাপেক্ষে তাঁদের লিখিত জবাব বিবেচনাপূর্বক এ প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়েছে।

৫। এ নিরীক্ষা সম্পাদন ও প্রতিবেদন প্রণয়নে বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কর্তৃক জারীকৃত Government Auditing Standardsঅনুসরণ করা হয়েছে।

৬। জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী এ নিরীক্ষা প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

১০ বৈশাখ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ
তারিখঃ ----------
২৩ এপ্রিল ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ

স্বাক্ষরিত
(মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী)
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ